A Bengali Peer-Reviewed Journal

ISSN : 2454-4884
2454-4884

সংশপ্তক

চতুর্থ বর্ষ ।। দ্বিতীয় সংখ্যা ।।
পঞ্চম বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা ।।

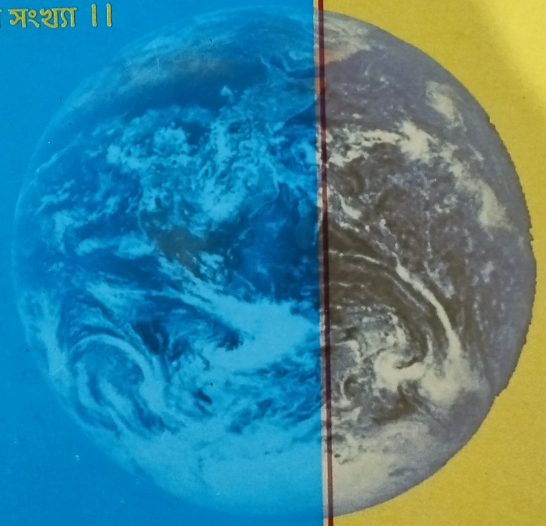

সম্পাদক : উত্তম দাস

-১০৬

* উনিশ শতকের শৌখিন নাট্যশালায় গানের ব্যবহার

* ড. মানিক বিশ্বাস

-১০৯

* মৈমন সিংহ গীতিকায় দ্বিজ কানাই প্রণীত "মহুয়া" পালায় মহুয়া চরিত্র
পরিতোষ পাল

-১১৪

* উত্তরবঙ্গঃ অমিয়ভূষণ মজুমদার ও মহিষকুড়ার উপকথার অন্তরালে

রিংকি মহাপাত্র

-১১৭

* বাঙালির দৈনন্দিন জীবনচিত্র : প্রসঙ্গ শিবায়ন কাব্য
মদন চন্দ্র দাস

-১২০

* লোকসাহিত্যের নানা দিক

শ্রাবণী দাস

-১২৮

* বাংলা শিশুবিষয়ক ছড়া এবংকবিতায় নৈতিকতা বোধ ও সচেতনতা
সঞ্জয় সরকার

-১৩৩

* অভিনবত্ব:চোখের বালি
রোকেয়া পারভিন

-১৩৭

* মহাশ্বেতা দেবীর 'মাদার ইন্ডিয়া' গল্প : সময়ের কণ্ঠ ও
স্বাধীন ভারতের শোষিত মানুষ
সুব্রত দাস

-১৪২

* রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্যঃশিল্প-
তুলনামূলক আলোচনা
সুব্রত সাহা

-১৪৪

* অরুনেশ ঘোষের গল্প যাত্রা
সুপ্রিয়া দাস

-১৪৮

* স্বামী বিবেকানন্দ কে ?

দীপ চন্দ

-১৫১

* ভারতের প্রাচীন ঋতুনাট্য ও রবীন্দ্রনাথের ঋতুনাট্য
সমীপেষু দাস

-১৫৫

* মুক্তির স্বরূপ :ভারতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি
সুব্রত কান্ডী

-১৬২

* মনসামঙ্গল কাব্যের নবরূপায়ণ
তৃপ্তি দাস

-১৭২

অভিনবত্ব:চোখের বালি

রোকেয়া পারভিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি উপন্যাস 'চোখের বালি'।খসড়ায় প্রথমে 'বিনোদিনী' ছিল।(১৯০১) সাল পর্যন্ত উপন্যাসটি 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' [সম্পাদক- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে।অমেরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৪ সালে উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন।১৯৩৮ সালে অ্যাসোসিয়েটেড প্রযোজনায় 'চোখের বালি' অবলম্বনে নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায়।পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষও ২০০৩ সালে বালি উপন্যাস অবলম্বনে একটি চলচ্চিত্র নির্মান করেন।'চোখের বালি' উপন্যাস ইংরেজি, হিন্দি ও জার্মান ভাষায় হয়।

১৯০৬ সালে এক বিজ্ঞাপনদাতা 'চোখের বালি' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এইভাবে,-

> "অতি শীঘ্র এই উপন্যাস পাঠ করুন!নরনারী, যুবক-যুবতী, বিবাহিত-অবিবাহিত, যাহারা নূতন বিবাহ করিয়াছেন, যাঁহাদের বিবাহ পুরাতন হইয়াছে, যাঁহাদের প্রেমে ভাটা পড়িতেছে, যাঁহারা স্ত্রীকে মনের মত করিতে চাহেন, যাঁহারা সুখের দাম্পত্য প্রেম চাহেন, তাঁহারা 'চোখের বালি' নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন"।

সত্যি উপন্যাসটি বিভিন্ন কারনে যেমন পড়া উচিৎ, তেমনি নানা দিক নিয়ে আলোচনারও সুযোগ রয়েছে।তবে আমি এখানে উপন্যাসের অভিনবত্বের দিক আলোকপাত করব।বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসের যে শুভ সূচনা, সেখানে ঘটনার বিবরণ, চরিত্রের কার্যকলাপ রয়েছে [আমি বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের কথা বলছি]।এই ধারাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' উপন্যাসে আরেকটি অন্য সংস্করণ আমাদের উপহার দিয়েছেন।সেখানে আমরা দেখছি ঘটনার বিবরণ নয়, চরিত্রের আত্ম-সম্পর্ক,যাকে আঁতের কথা বলা হয়েছে।এই আঁতের কথা বা মনস্তাত্তিক বিশ্লেষন নিপুনভাবে ফুটে উঠেছে।উপন্যাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-

> "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষন করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।সেই পদ্ধতি দেখা দিল চোখের বালিতে"।

একটু পিছন ফিরে তাকালে 'চোখেরবালি' উপন্যাসটির অভিনবত্ব কোথায়,তা সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হবে।মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও উপন্যাসের লক্ষন প্রায় বর্তমান।এ সম্পর্কে শ্রীশ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-মুকুন্দ চক্রবর্তী মধ্যযুগে জন্মগ্রহন না করে আধুনিক যুগে জন্মগ্রহন করলে কাব্য না লিখে উপন্যাস লিখতেন।তিনি তাঁর প্রতিভার বলে তাঁর কাব্যে উপন্যাসের বর্ণনা-নৈপুন্য, নাটকের ঘটনা সংঘাত এবং বিচিত্র জীবনরস প্রকাশলাভ করেছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের উদ্ভব।ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নববাবু বিলাস' [১৮২৫] নামে ব্যঙ্গাত্বক নকশা রচনা করেন। সেখানে উপন্যাসের কিছু লক্ষন দেখা যায়।